শব্দার্থ ও টীকা

নেহারি – দেখে; প্রত্যক্ষ করে।

শির নেহারি – শিখর হিমাদ্রির; – আমার শির বা মস্তক প্রত্যক্ষ করে হিমালয়ের শিখর বা শীর্ষচূড়া পর্যন্ত মাথা নত করে আছে।

মহাপ্রলয় – সৃষ্টির ধ্বংসকাল। এই প্রলয়কালে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মারও আয়ুর অবসান ঘটে।

নটরাজ – মহাদেবের আর এক নাম। সৃষ্টির ধ্বংসকালে ধ্বংসের এই দেবতার ভয়ঙ্কর নৃত্যময় মূর্তি।

কানুন – আইন।

টর্পেডো – ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপযোগ্য এক ধরনের অস্ত্র।

ভীম – ভীষণ; ভয়ানক; পঞ্চ-পাণ্ডবের দ্বিতীয় পাণ্ডব, ইনি গদা নিয়ে যুদ্ধে পারঙ্গম।

ধূর্জটি – শিব বা মহাদেবের অন্য নাম। জটাধারী শিবের জট ধূম্ররূপী বলে তাকে ধূর্জটি বলা হয়।

এলোকেশে – যার চুল বা কেশ এলানো। এখানে অকাল বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে এলানো চুলের তুলনা করা হয়েছে।

আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর – আমি বিশ্ব বিধাতার বিদ্রোহী পুত্র।

নিশাবসান – রাতের শেষ বা অবসান।

ইন্দ্রানী-সুত – ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী বা শচী। তার পুত্রের নাম জয়ন্ত।

বেদুঈন – আরবদেশের একটি যাযাবর জাতি।

চেঙ্গিস – চেঙ্গিস খান (১১৬২–১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ)। মোঙ্গল জাতির অন্যতম যোদ্ধা ও সামরিক নেতা।

কুর্নিশ – কিছুটা পিছিয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ সালাম বা অভিবাদন।

২০২০-২০২১

ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার – ঈশান কোণ থেকে শিঙা থেকে ধ্বনিত ওঙ্কার বা 'ওঁকার' বা 'ওঁ' ধ্বনি।

ইস্রাফিলের শিঙ্গা – পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিশিষ্ট ফেরেশতার নাম ইস্রাফিল। ইনি বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিয়ামত বা প্রলয়কালে হযরত ইস্রাফিলের ব্যবহৃত শিঙ্গা।

পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল – শিব বা মহাদেব পিণাক নামক ধনু ধারণ করেন বলে তার নাম পিণাক পাণি। তাঁর অন্য হাতে থাকে ডমরু নামক ডুগডুগি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ত্রিশূল।

আমি চক্র ও মহাশঙ্খ – বিষ্ণু বা সুদর্শন চার হাত বিশিষ্ট। তাঁর এক একটি হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। এখানে বিষ্ণুর হাতের চক্র ও শঙ্খকে বোঝানো হয়েছে।

প্রণব-নাদ – ওঙ্কার ধ্বনি।

দুর্বাসা – ভারতীয় পুরাণের কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট মুনি। মহর্ষি অত্রির ঔরষে ও তাঁর স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসার জন্ম। এর কোপানলে পড়ে অনেকেই দগ্ধ হন।